প্রভুর পথ প্রস্তুত করুন

(Prepare the Way of the Lord)

লূক লিখিত সুসমাচার ৩ অধ্যায় ১-৬ পদ

ত্রিত্ব-ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তিনি একাধারে ঈশ্বর-প্রকৃতি ও মানুষ-প্রকৃতির অধিকারী হয়েছিলেন। এখন খ্রীস্টের ঈশ্বর-প্রকৃতির যদিও ''প্রস্তুতির'' কোনও প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তাঁর মানুষ-প্রকৃতির প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। আর তাই পিতা-ঈশ্বর তাঁকে যে কর্মভার দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, তার জন্য তিনি ক্রমশ প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁর মানুষ-প্রকৃতির এই প্রস্তুতিকে লূক দুটি পদে বর্ণনা করেছে: ***''পরে বালকটি বেড়ে উঠতে ও বলবান হতে লাগল, জ্ঞানে পূর্ণ হতে লাগল; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপরে ছিল''*** (২:৪০), এবং ***''পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন''*** (২:৫২)। লূকের সুসমাচারের ৩ অধ্যায় ও ২ অধ্যায়ের মধ্যে আমরা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান দেখতে পাচ্ছি। ২ অধ্যায়ে যে যীশুকে বালক বলা হয়েছে (৪০ পদ), যাঁকে তাঁর ১২ বৎসর বয়সে তাঁর পার্থিব পিতা-মাতার সঙ্গে জেরুশালেম মন্দিরে আমরা উপস্থিত হতে দেখেছি, ৩ অধ্যায়ে তাঁকে ত্রিশ বৎসর বয়সের একজন পূর্ণবয়স্ক (৩:২৩) হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। মধ্যবর্তী ১৮টি বৎসর নীরবে কেটে গেছে।

ক। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

যাইহোক, পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তি হয়ে খ্রীস্ট তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কীভাবে শুরু করেছিলেন, তা বর্ণনা করার পূর্বে লূক সবার আগে যীশু খ্রীস্টের একজন অগ্রদূতের কথা বলেছে, যে খ্রীস্টের আগমনের পূর্বে তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত করতে ঈশ্বর কর্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিল। এখন, অগ্রদূত বা পথ-প্রস্তুতকারী বলতে কী বোঝায়? আমাদের বাড়ীতে যখন কোনও বিশেষ ব্যক্তি এসে থাকেন, তখন আমরা তাঁকে আমাদের বাড়ীতে গ্রহণ করার জন্য, সবার আগে আমাদের বাড়ী পরিষ্কার করতে বা সাজাতে-গোছাতে ব্যস্ত হয়ে থাকি। প্রাচীনকালে, যখন কোনও রাজা কোনও নগর পরিদর্শনে যেতেন, তখন তাঁর একজন দূত বা বার্তাবাহক তাঁর পরিদর্শনের আগে সেই নগরে যেত এবং লোকদের প্রস্তুত হতে বলত। দূতের মাধ্যমে সেই খবর পাবার পর, নগরের লোকেরা রাজা যে পথে তাদের নগর পরিদর্শন করবেন, তা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হত। একইভাবে, পৃথিবীর মাটিতে খ্রীস্টের আগমনের প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে, যিশাইয় ভাববাদী এই ভাববাণী করেছিল যে, মশীহ তথা খ্রীস্টের আগমনের পূর্বে তাঁর অগ্রদূত হয়ে একজন আসবেন। আজ আমরা যে শাস্ত্রাংশ পাঠ করেছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে, যিশাইয় ভাববাদীর সেই ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে, যোহন বাপ্তাইজক যীশু খ্রীস্টের অগ্রদূত হয়ে এসেছেন ও খ্রীস্টের আগমনের জন্য লোকদের প্রস্তুত হতে বলেছে। যোহন বাপ্তাইজক দুটি কাজ করতে চলেছে: (১) মশীহকে গ্রহণ করার জন্য লোকদের হৃদয় প্রস্তুত করতে যোহন ঈশ্বরের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে চলেছে (৩:১-১৪), এবং (২) যোহন যীশুকে লোকদের কাছে মশীহ হিসাবে পরিচিত করিয়ে দিতে (৩:১৫-১৭; যোহন ১:২৯) এবং যীশুকে বাপ্তাইজিত করতে (৩:২১-২২) চলেছে।

এখন, লূক যেহেতু মহামান্য থিয়ফিলের উদ্দেশে যীশু খ্রীস্টের বিষয় এই সুসমাচার লিখছে, সেইহেতু সেই বিবরণ যাথাসাধ্য পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ভাবে লিখতে লূক যীশু খ্রীস্ট সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য সবিশেষ অনুসন্ধান করার পর তা লিপিবদ্ধ করেছে (১:১-৪)। আর এই কারণে মানুষের পাপ থেকে মুক্তির ইতিহাস *(history of redemption)* লিপিবদ্ধ করতে গিয়েও লূক একাধিকবার তৎকালীন জাগতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা লিপিবদ্ধ করেছে (১:৫ পদে মহান হেরোদের কথা; ২:১ পদে আগস্ত কৈসরের কথা; ৩:১-২ পদে পাঁচজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দুইজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কথা)। এখন, এই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে একদিকে আমরা যীশুর পার্থিব জীবনের দিন-পঞ্জিকা তৈরী করতে সক্ষম। অন্যদিকে, যীশুখ্রীস্ট যে কোনও কাল্পনিক চরিত্র নন, তিনি যে বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্র, তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ আমরা প্রথমে ঐ সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চরিত্রদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে শিখব।

(১) তিবিরিয় কৈসর: ১ পদের শুরুতে বলা হয়েছে, ***''তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে . .***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

.।'' যীশুর জন্মের সময় যিনি রোমীয় সম্রাট ছিলেন, তাঁর নাম **আগস্ত কৈসর** *(Emperor Augustus Caesar)* (২:১); তিনি ২৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এখন ১৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট আগস্ত কৈসরের যখন মৃত্যু হয়, তখন **তিবিরিয় কৈসর** তাঁর জায়গায় সম্রাট হন এবং ৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এখন, ১৪ খ্রীস্টব্দে সম্রাট হবার কারণে, তাঁর রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসর মানে, ১৪+১৫, অর্থাৎ ২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দের কথা এখানে বলা হয়েছে, যখন প্রান্তরে যোহন বাপ্তাইজকের কাছে ঈশ্বরের বাণী উপস্থিত হয়েছিল, তথা যীশুর অগ্রদূত বা পথ-প্রস্তুতকারী হিসাবে যোহন বাপ্তাইজকের পরিচর্যা শুরু হয়েছিল।

(২) **পন্তীয় পীলাত**: ১ পদে আরও বলা হয়েছে, *"**পন্তীয় পীলাত যখন যিহূদিয়ার অধ্যক্ষ . . .।**''* মহান হেরোদ ৩৭ থেকে ৪ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত যিহূদিয়ার উপর রাজত্ব করেন; ৪ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর শেষ উইল অনুসারে আর্খিলায় *(Archelaus)* (মথি ২:২২) নামে তাঁর এক পুত্র যিহূদিয়া, শমরিয়া ও ইদুমিয়ার উপর শাসনকর্তা *(ethnarch)* নিযুক্ত হন। কিন্তু আর্খিলায় একজন নিষ্ঠুর শাসনকর্তা হওয়ায়, ৬ খ্রীস্টাব্দে রোমের দ্বারা তাঁকে পদচ্যুত করা হয় এবং রোম থেকে সরাসরি শাসন করার জন্য রোমীয় প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে একজন ''অধ্যক্ষকে'' *(governor)* নিযুক্ত করা হয়। এই সময় যিহূদিয়ার উপর একের পর এক অনেক অধ্যক্ষ পরিবর্তিত হয়েছে। পন্তীয় পীলাত পঞ্চম অধ্যক্ষ হিসাবে ২৬-৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছে।

(৩) **হেরোদ আন্তিপাস**: ১ পদানুসারে, তখন *"**হেরোদ গালীলের রাজা।**''* মহান হেরোদের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যকে যে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, তার একটি অংশের (গালীল ও পেরেয়া) উপর হেরোদ আন্তিপাস শাসনকর্তা *(tetrarch)* হয়েছিলেন এবং ৪ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন।

(৪) **ফিলিপ**: ১ পদে আরও বলা হয়েছে যে, সেই সময় *"**তাঁর ভাই ফিলিপ যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা**''* ছিলেন। ইনি মহান হেরোদের আরেক পুত্র ছিলেন। যোষেফুসের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, এবং প্রজাদের প্রতি যথেষ্ট চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি ৪ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৩৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত শাসন *(tetrarch)* করেছেন।

(৫) **লুষাণিয়**: ১ পদ অনুসারে, তখন *"**লুষাণিয় অবিলীনীর রাজা**''* ছিলেন। লূকের এই কথার পক্ষে দম্মেশকের পশ্চিমে একটি পাথরে খোদিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ঐ সাক্ষ্যানুসারে লুষাণিয় ঐ সময় ঐ অঞ্চলের উপর শাসন *(tetrarch)* করতেন। সেই সময় রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীনে যখন কোনও অঞ্চলের শাসনকর্তা (১) যথেষ্ট বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ চালাত, (২) সেই এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ হত, এবং (৩) রোমের জন্য যথেষ্ট কর আদায় করতে পারত, তখন সেই এলাকার উপর তাঁকে রাজা *(king)* বলা হত। কিন্তু তা যদি না হত, তাহলে তাকে *ethnarch* (প্রজাদের শাসনকর্তা) বা *tetrarch* (চতুর্থাংশের শাসনকর্তা) বলা হত। *[*অবশ্য, তাদের এই উপাধি নমনীয় ছিল, অনেক সময় *ethnarch*-কে রাজা বলা হত বা *tetrarch*-কেও রাজা বলা হত*]*।

(৬) **হানন ও কায়াফা**: ২ পদে বলা হয়েছে, *"**তখন হানন ও কায়াফার মহাযাজকত্ব কালে।**''* হানন ৬ খ্রীস্টাব্দে মহাযাজক নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ১৫ খ্রীস্টাব্দে পদচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু পদচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মহাসভা পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। তার পর তার ৫ জন ছেলে ও নাতি এবং কায়াফা নামে তার জামাই মহাযাজক নিযুক্ত হয়েছিল। কায়াফা ১৮-৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মহাযাজক ছিল। আর তাই, লূকের বর্ণনা অনুসারে যোহন বাপ্তাইজক যখন ঈশ্বরের বাক্য পেয়েছিল, তখন একা কায়াফা যদিও খাতা-কলমে মহাযাজক ছিল, কিন্তু বাস্তবে হানন ও কায়াফা উভয়েই চালকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

খ। যোহনের উপস্থাপন

মশীহের আগমনের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ঈশ্বর মশীহের অগ্রদূতকে প্রথমে প্রেরণ করেছেন। লূক তাকে ও তার পরিচর্যাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। ২ পদের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, *"**ঈশ্বরের বাণী প্রান্তরে সখরিয়ের পুত্র যোহনের কাছে উপস্থিত হল।**''* অব্রাহাম (আদি ১৫:১), শমূয়েল (১শমূয়েল ১৫:১০), নাথন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ভাববাদী (২শমূয়েল ৭:৪), এলিয় ভাববাদী (১রাজা ১৭:২, ৮), বা যিরমিয় ভাববাদীর (যিরমিয় ১:১-২) কাছে যেমন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হয়েছিল, ঠিক একইভাবে যোহনের কাছে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হবার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা যে সত্য তার পাঠকদের কাছে লূক তুলে ধরতে চেয়েছে, তা হল, পুরাতন নিয়মের অন্যান্য ভাববাদীদের মতো যোহনকেও ঈশ্বর একই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত করেছেন, তাই যোহনও খাঁটি ভাববাদী ছিল। এই যোহন যখন প্রান্তরে ছিল, তখন তার কাছে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হয়েছিল। এখানে প্রান্তর বলতে পশ্চিমে যিহূদিয়ার পার্বত্য অঞ্চল, পূর্বে মরুসাগর ও যর্দনের নিম্নভাগ, এবং উত্তরে যেখানে যর্দন নদীতে যব্বোক এসে মিলিত হয়েছে, তার মধ্যবর্তী শুষ্কভূমি। এই বিস্তৃর্ণ অঞ্চল ছিল পাথরে পূর্ণ নিষ্ফলা ভূমি, কেবল যার মাঝে-মধ্যে কয়েকটি ছোট ঝোপ চোখে পড়ত, এবং সেখানে সাপদের বাস ছিল।

যোহন সেই প্রান্তরে কী করছিলেন? ৩ পদে বলা হয়েছে, *"তিনি যর্দনের কাছে সমস্ত দেশে এসে পাপমোচনের জন্য মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে লাগলেন।"* অর্থাৎ, যোহন যর্দনের উভয় পাড়েই সমস্ত দেশে প্রচার করছিলেন। এখানে যে মনপরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ **"হৃদয় ও মনের আমূল পরিবর্তন, যা জীবনের সম্পূর্ণ ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন আনয়ন করে।"** এর পরিণাম হল **(অ) অনুতাপ**, যা পাপের প্রতি প্রকৃত (খাঁটি) দুঃখ প্রকাশ এবং সেই পাপপূর্ণ অতীত জীবনকে ত্যাগ করার ঐকান্তিক সিদ্ধান্তকে নির্দেশ করে, এবং **(আ) ফল-ধারণ** (৮, ৯ পদ)।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, বাপ্তাইজিত হবার পূর্বে, একজনের এই খাঁটি প্রাথমিক পরিবর্তন একান্ত কাম্য। পরবর্তী ৭-১৪ পদে সে কথা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই যারা যোহনের কাছে বাপ্তাইজিত হতে এসেছিল, যোহন তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলেছে যে, পাপের জন্য তারা যেন সত্যি দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাদের এতোকালের সেই পাপজীবনকে ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প তারা গ্রহণ করে। অবশ্য, একথাও সত্য যে, বাপ্তিস্মের মাধ্যমে প্রকৃত মনপরিবর্তনকে জোরালো উদ্দীপনা দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ যে ব্যক্তি বাহ্যিক চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক হিসাবে তার শরীরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে থাকে, তার হৃদয় ও জীবনেও আভ্যন্তরীণ অনুগ্রহ কাজ করে থাকে। তাই যিহিষ্কেল ৩৬:২৫-২৬ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, *"আর আমি তোমাদের উপরে শুচি জল প্রক্ষেপ করব, তাতে তোমরা শুচি হবে; . . . আর আমি তোমাদেরকে নতুন হৃদয় দেব, ও তোমাদের অন্তরে নতুন আত্মা স্থাপন করব।"*

এখন সেই সময় যোহনের বাপ্তিস্ম যে সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা ছিল, তা নয়। কারণ, যোহনের বাপ্তিস্মের পূর্বে ইহুদিরা এই রীতি পালন করে আসছিল। কিন্তু তা তারা কেবল সেই সমস্ত পরজাতিদের প্রতি প্রয়োগ করত, যারা ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হত। ইহুদিরা যেহেতু সমস্ত পরিজাতি সমাজকে অশুচি জ্ঞান করত, সেইহেতু তাদের ধর্মান্তরিত করতে তারা তাদের বাপ্তিস্ম নিতে বাধ্য করত। কিন্তু যোহন বাপ্তাইজক ইহুদিদেরকেও তার বাপ্তিস্মে অংশগ্রহণ করতে বলেছে, কারণ তারাও অশুচি, তাদেরকেও তা সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে।

যোহন এই যে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করছে, তার উদ্দেশ্য হল পাপমোচন (পাপক্ষমা)। এখানে 'পাপক্ষমার' অর্থ, সমস্ত পাপকে এমন দূরবর্তী স্থানে পাঠানো, যেখান থেকে তা আর ফিরে আসবে না। এখন, যোহনের কাছে বাপ্তাইজিত হতে যে সমস্ত ঈশ্বর-ভয়শীল লোকেরা আসছিল, তারা সেই ছাগলের কথা জানত, যার উপর সমস্ত পাপ ও অপরাধ চাপিয়ে প্রান্তরে ছেড়ে দেওয়া হত (লেবীয় ১৬:৮, ২০-২২)। তারা ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞার কথাও জানত: *"পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিক যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের থেকে আমাদের অপরাধ সকল তেমনই দূরবর্তী করেছেন"* (গীত ১০৩:১২)। তারা নিশ্চয়ই সেই সত্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল যে, *"তিনি আমাদের অপরাধ সকল পদতলে মর্দ্দিত করবেন"* (মীখা ৭:১৯)।

এখন, যোহন বাপ্তাইজকের দ্বারা এই যে কাজ সাধিত হয়েছে, তা একটি ভাববাণীর পূর্ণতা মাত্র। কারণ তার বিষয় পূর্বেই যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা একথা বলা হয়েছিল। লূক এখানে যিশাইয় ৪০:৩-৫ক পদ উদ্ধৃত করেছে।

যিশাইয় ৪০:৩-৫ পদে যে কথা প্রতীকী আকারে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হল, দীর্ঘ ৭০ বৎসরের বন্দিদশা ভোগ করার পর, ইহুদিরা যখন শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাদের নিজেদের দেশে আনন্দের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন ইয়াওয়ে ঈশ্বর তাদের নেতৃত্ব দেবেন। এখন, ব্যাবিলন ও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী অংশে যে সীরীয় মরুভূমি বর্তমান, সেই মরুভূমি বা পাথুরে ভূমির উপর দিয়ে প্রভুর যাত্রার জন্য সেই পথ প্রস্তুত করতে হবে। আর তাই একজন দূত এই কথা চীৎকার করে বলছে, ***"একজনের রব, সে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রান্তরে সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজপথ সরল কর"*** (যিশাইয় ৪০:৩)।

সদাপ্রভুর দূতের এই উপমাকে সুসমাচারে যোহন বাপ্তাইজককে খ্রীস্টের অগ্রদূত হিসাবে বর্ণনা করতে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই, যোহন ১:২৩ পদে যোহন নিজের কথা বলতে গিয়ে এমন কথা বলেছে, ***"আমি প্রান্তরে একজনের রব, যে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর।"*** আবার, যীশু নিজেও তার বিষয় বলেছেন, ***"ইনি সেই ব্যক্তি যার বিষয় লেখা আছে, দেখ আমি নিজের দূতকে তোমার সামনে প্রেরণ করি, সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে"*** (মথি ১১:১০; মালাখি ৩:১)। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইহুদিরা ব্যাবিলন থেকে যে রাজনৈতিক উদ্ধার লাভ করেছিল এবং তাদের নিজেদের দেশে ফিরে এসেছিল; তা ছিল আগামী দিনে খ্রীস্টকে যারা প্রভু ও পরিত্রাতা বলে গ্রহণ করতে চলেছে, তাদের পাপ থেকে মহত্তর মুক্তির দৃষ্টান্ত বা নমুনা। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যিশাইয় যে ভাববাণী করেছিল, তা ব্যাবিলন থেকে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তণের দ্বারা সম্পূর্ণ পূর্ণতা লাভ করেনি, পরিবর্তে মশীহের অগ্রদূত এবং মশীহের নিজের আগমনের দ্বারা সম্পূর্ণ পূর্ণতা পেয়েছে।

এখন, যে সমস্ত কারণে যিশাইয় ৪০:৩ পদের ভাববাণী যোহন বাপ্তাইজকের প্রতি প্রযোজ্য, তা হল (১) যোহন প্রান্তরে প্রচার করছিল (মার্ক ১:৩; লূক ৩:৪); (২) যোহনের শৈশব, তথা তার জন্মের পূর্ব থেকেই যে দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত হয়েছিল, তা হল, সে খ্রীস্টের পথ-প্রস্তুতকারী, তাঁর অগ্রদূত। যোহনকে লোকদের কাছে সদাপ্রভুর "রব" হতে হবে, তার থেকে বেশি কিছু নয় (যোহন ৩:২২-৩০)। তাই, যোহন কেবল প্রভুর আগমনের কথা লোকদের কাছে প্রচার করা নয়, কিন্তু তাদের বলা তারা যেন (১) ***প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করে***, অর্থাৎ প্রভুর অনুগ্রহে নিজেদের হৃদয় ও মন পরিবর্তন করে; এবং (২) ***তাঁর পথ সকল সরল করে***, অর্থাৎ তাদের হৃদয় ও জীবনে প্রভুর সহজ প্রবেশের জন্য সমস্ত বাধা দূর করে। প্রভুর পবিত্র ইচ্ছার বিপরীত যে সমস্ত বিষয় তাদের মধ্যে আছে, তা দূর করে। প্রভুর পথে তারা যে সমস্ত বাধা (আত্ম-ধার্মিকতা বা অব্রাহামের সন্তান হিসাবে মিথ্যা গর্ব, লোভ, নিষ্ঠুরতা, মিথা, ইত্যাদি) তৈরী করেছে, তা পরিষ্কার করে।

যিশাইয় ভাববাদীর ভাববাণী এবং যোহনের প্রচারে যে 'প্রান্তরের' কথা বলা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে পথ প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়কেই নির্দেশ করে, যা বিভিন্ন মন্দে পূর্ণ। তাই, যারা যোহনের প্রচার শুনে তার কাছে ছুটে এসেছিল, তারা উপলব্ধি করেছিল যে, তাদের আধ্যাত্মিক জীবন হল 'সেই মরুপ্রান্তরের ন্যায়, যেখানে সমস্ত জলের স্রোত শুকিয়ে গেছে'। তাই, লূক ৩:৪-৬ পদে যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারের শারাংশ হল, **"ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমাদের হৃদয়ে ও জীবনে প্রভুর প্রবেশ পথে সমস্ত বাধাকে দূর কর। মন পরিবর্তিত হও।"**

আজ আমাদের জন্য যে প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল: আমরা কি প্রস্তুত? ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমরা কি প্রস্তুত? আমাদের হৃদয়ে ও জীবনে তাঁর প্রবেশ পথে সমস্ত বাধাকে কি আমরা দূর করেছি? আজ যীশু আপনার হৃদয় দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, যেমন তিনি লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন (প্রকা. ৩:২০)। আমাদের জীবনে তাঁর প্রবেশের জন্য আমরা কি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি? আজ যদি আপনি আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন, তাহলে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে সেই সত্য স্বীকার করুন। আর পূর্বে যদি আপনি পরিত্রাণ পেয়ে থাকেন, কিন্তু আপনার জীবনে এখনও অনেক গর্ত থেকে থাকে, তবে তাঁর কাছে তা স্বীকার করে ও তাঁর শক্তিতে তার উপর জয় করার সিদ্ধান্ত আপনাকে আজ গ্রহণ করতে হবে। আপনি যদি তা না করেন, তাহলে তার জন্য আপনাকে কেউ দোষী করবে না। কিন্তু তার দ্বারা কেবল আপনার নয়, কিন্তু আপনি নতুন বিশ্বাসীদেরও ক্ষতি করছেন। আপনি সেই সমস্ত নতুন বিশ্বাসীর সামনে মিথ্যা ধর্মীয় জীবন ক্রমশ যাপন করে চলেছেন, যারা আপনার মধ্যে ভগ্ন-চূর্ণ অন্তঃকরণের আদর্শ দেখতে চায়।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com